সাক্ষাৎকার

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবীরের সাথে পড়শী'র খোলা মেলা সাক্ষাৎকার

জনাব হুমায়ূন কবীর জুলাই মাসে যোগ দিয়েছেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে নতুন রাষ্ট্রদূত হিসাবে। তারও আগে রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেছেন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিজি ও নেপালে। জন্ম ১৯৫২ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম,এ, ডিগ্রী অর্জন করেছেন ১৯৭৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। সম্প্রতি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গে-াবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সেমিনার দিতে আসলে পড়শী'র সাথে এই একান্ত সাক্ষাৎকারটি দেন। সাথে ছিলেন লস এঞ্জেলেসের কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ আবু জাফর এবং লস এঞ্জেলেসের বাণিজ্য কন্সাল জাহিদুল হক।

পড়শী ঃ সেপ্টেম্বরের ৬ তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে ডিসেম্বরের মধ্যে সকল সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পদের হিসেব দিতে নির্দেশ জারি করেছেন দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আপনি কি কোন ধারণা দিতে পারেন বাংলাদেশের কত শতাংশ সরকারী কর্মচারী দুর্নীতিবাজ?

হুমায়ূন কবীর ঃ ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার প্রশ্নের প্রথম অংশের সাথে শেষ অংশের সম্পর্ক বা যোগাযোগ আছে বলে মনে করি না। আর আপনি যেটা বলেছেন, সম্পদ বিবরণী দেওয়ার জন্য - সেটা সরকারী আইনেই আছে। সরকারী নিয়মের মধ্যেই আমরা যারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আয় করে থাকি তাদেরকে প্রতি বছরই বিররণী দাখিল করতে হয়। যেটাকে আয়কর রিটার্ন বলা হয়ে থাকে। এখানে যেটা হয়েছে, সময়ের প্রেক্ষাপটে সেটা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর দ্বিতীয় অংশ যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের বেশীর ভাগ সরকারী কর্মচারীই দুর্নীতিপরায়ন আমার মনে হয় না সেটা সত্যি। এটা খুবই ঢালাও বক্তব্য। কেউ কেউ যদি দুর্নীতি করে থাকে সেটার জন্য আইন আছে এবং আইন অনুযায়ীই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পড়শী ঃ দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে আপনি যেটা বললেন যে সময়ের পেক্ষাপটে ব্যাপারটাকে অনেক বড় মনে হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় যে, বর্তমান সরকারের grass root level পর্যন্ত দুনীতি দমন অভিযান চালানোর সময় কিংবা mendate আছে?

হুমায়ূন কবীর ঃ নীতিগতভাবে ত' নিশ্চয়ই আছে। কারণ, সরকারের প্রধান এবং দুদকের চেয়ারম্যান বারবার সে কথাটাই বলছেন। এটার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা থাকলেও থাকতে পারে। কারণ, বর্তমান সরকারের সময়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমার যেটা মনে হয় এটাকে যদি social movement হিসেবে নিয়ে আসা যায় আর সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে স্থাপন করা যায়, এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ভাল হবে। আমাদের সবারই দায়িত্ব একটা নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পড়শী ঃ আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এই দুই প্রধান দলের দুই প্রধান নেত্রীই কারাবদ্ধ। দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নাবিক কে হবে বলে আপনার মনে হয়?

হুমায়ূন কবীর ঃ ধন্যবাদ। বাংলাদেশের জনগন বারবার নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন তাঁরা সঠিক নেতৃত্ব বেছে নিতে পারেন। এখন আমার বিশ্বাস তাঁরা সেকাজটা আবারো করবেন আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে। ধরে নেয়ার কোন কারণ নেই যে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত নন।

রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবীরের (মাঝখানে) সাথে পড়শী'র মাহমুদুল হাসান ও রাশিদা মজুমদার মুকুল

পড়শী ঃ বর্তমান রাজনৈতিক পেক্ষাপটে আমরা যে minus two তত্ত্বের কথা শুনছি তাতে বর্তমান সরকারের চিন্তাভাবনা কিংবা ভূমিকা কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ এ সম্পর্কে যারা আগে মতামত দিয়েছেন তাঁরা বলেছেন। এ ব্যাপারে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই।

পড়শী ঃ আপনার কি মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রবাসীদের কোন প্রভাব আছে? থাকলে কতটুকু এবং কিভাবে? আপনার মতামত বলবেন কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ প্রশ্নটা জটিল। আমি যেটি দেখি - প্রবাসীরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করবেন কি করবেন না এটা নিয়ে আমার পর্যবেক্ষণ হলো যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে আমি যেটা মনে করি - আপনারা প্রবাসে আছেন, আপনারা যদি স্থানীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা বাংলাদেশের স্বার্থগুলোকে সামনে নিয়ে আসার জন্য সহায়তা করতে পারেন।

পড়শী ঃ সে ব্যাপারে ত' আমরা সবাই একমত হবো। তবে প্রশ্নটা হলো আমরা প্রবাসীরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে কিভাবে জড়াতে পারি? এখানে আপনাকে দু'টো প্রশ্ন করি। একটা হলো বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশীদের বিভিন্ন ধরণের সংগঠন রয়েছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা কিংবা প্রতিনিধি রয়েছেন। এগুলোর ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ আমার জানামতে এ ব্যাপারে সরকারের কোন নীতিমালা নেই। আমরা যারা দূতাবাসে কাজ করি আমরা বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে কাজ করি। সকল বাংলাদেশীদের আমরা সমান ভাবেই দেখি। এখানে রাজনৈতিক বিবেচনার কোন সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না।

পড়শী ঃ আগের প্রশ্নটার দ্বিতীয় অংশ হলো - প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে সেটা কতটা বাস্তবসম্মত? যারা প্রবাসে ১৫-২০ বছর যাবৎ আছেন তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোনো রাজনৈতিক ব্যাপারে সত্যিকার অর্থে কতটা ভূমিকা রাখতে পারবে?

হুমায়ূন কবীর ঃ আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এটা নিয়ে আলোচনা আর বিচার-বিবেচনা চলছে। নির্বাচন কমিশনের মাননীয় সদস্যরা এ ব্যাপারে মতামতও দিয়েছেন। সবগুলো বিষয়ই আসছে এর মধ্যে। এ ব্যাপারে, ওনারা কোন সিদ্ধান্ত নিলে সেটাও আমাদেরকে জানাবেন। বিষয়টা নিয়ে প্রবাসীদের কিছুটা দাবী ত' আছেই ভোটাধিকার নিয়ে। এখন তার পদ্ধতি কি হবে, তার modality কি হবে সে ব্যাপারে সরকার এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। তবে যেটুকু আমরা খবর পেয়েছি সেটা হলো নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করছেন, বিচার-বিবেচনা করছেন। এ ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তই আসুক না আমরা আমাদের দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের সহায়তা করার চেষ্টা করব।

বাঁ থেকে লস এঞ্জেলেসের বাণিজ্য কন্সাল জাহিদুল হক, মাহমুদুল হাসান, রাশিদা মজুমদার মুকুল, রাষ্ট্রদূত হুমায়ূন কবীর, লস এঞ্জেলেসের কন্সাল জেনারেল মোহাম্মদ আবু জাফর ও সাবির মজুমদার

পড়শী ঃ আপনার কি মনে হয় সরকার বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে রাজনীতি বন্ধ করার চিন্তাভাবনা করছেন?

হুমায়ূন কবীর ঃ বিষয়টা আমার মনে হয় যে এটা আমার আওতার বাইরে। বাংলাদেশে যারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখেন তাঁরাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমার কাজের মধ্যে এটা ঠিক আসছে না।

পড়শী ঃ বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাষ্ট্র ও ধর্ম এ দুটো বিষয়কে কি কখনো আলাদা করা যাবে? ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ এটি একটি কঠিন প্রশ্ন। আমি ত' মনে করি বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে এ ব্যাপারে পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা দেয়া আছে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সবারই সমানাধিকার আছে এবং রাষ্ট্রের চোখে সবাই সমান। এটা নিয়ে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে তারা করতে পারেন। অনেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করতে চান না।

পড়শী ঃ বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে দেশের রাজনীবিবিদদের এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কি কি করণীয় বলে আপনার মনে হয়?

হুমায়ূন কবীর ঃ রাজনীতিবিদদের কি করণীয় সেখানে আমি যাব না। কারণ, এ ব্যাপারে আমার কোন ক্ষমতা নেই। তাঁরা কি করবেন সেব্যাপারে মূল্যায়ন দেয়া আমার কাজ নয়।

আর প্রবাসীদের কাছে কি প্রত্যাশা সে ব্যাপারে আমি বলতে পারি যে আমরা বালাদেশের স্বার্থ নিয়ে এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ দূতাবাস, কনসুলেটগুলো এবং প্রবাসীরা মিলে আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। আমরা দূতাবাস থেকে চারটি পরিকল্পনা নিয়েছি - কিভাবে প্রবাসী ভাই বোনদেরকে এই প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি আপনাদের বলতে পারি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সকল বাংলাদেশীরা শিক্ষকতা করছেন আমরা তাদের একটা তালিকা তৈরী করছি। সেই সাথে যারা পেশাজীবি তাদের সাথেও আমরা একটা যোগাযোগ পদ্ধতি গড়ে তুলতে চাচ্ছি।

মিডিয়ার সাথে বাংলাদেশী ভাই-বোনেরা যারা জড়িত আছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াতে কাজ করেন এবং মূলস্রোতের মিডিয়ার সাথে কাজ করছেন তাদেরকে নিয়েও আমরা একটা নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। উদ্দেশ্য আমাদের একটাই - বাংলাদেশের স্বার্থ। বাংলাদেশের যেটুকু আমাদের ভাল কাজ আছে, যেটুকু আমাদের অগ্রগতি হয়েছে সেটুকুকে যথাযথভাবে এখানকার কিংবা বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরা। একথা বলে রাখা ভাল যে অনেক দেশের মতই আমাদের ভাবমূর্তি সংকট রয়েছে। ভাবমূর্তি সংকট কাটিয়ে উঠতে আমাদের দূতাবাস থেকে আমরা যেভাবে কাজ করব আমি মনে করি প্রবাসী ভাই বোনেরা একই wavelength-এ থেকে একইভাবে কাজ করবেন। তাহলে আমার ধারণা একাজে আমরা খানিকটা অগ্রগতি আনতে পারব। আমাদের পরিচয় একটাই - আমরা সবাই বাংলাদেশী। আমাদের উদ্দেশ্য একটাই - বাংলাদেশের স্বার্থ। এভাবে একসাথে কাজ করলে আমার ধারণা আমরা এখনকার চেয়ে ভাল ফল পাব।

পড়শী ঃ আমাদের পরবর্তী প্রশ্নটা রাজনীতি থেকে একটু ভিন্ন - বাংলাদেশের শিল্পায়নের ব্যাপারে। বাংলাদেশের পাটশিল্প ধ্বংসের পথে। অথচ ভারতে পাটশিল্পের এখন উত্থান চলছে! বাংলাদেশ সরকারের এ ব্যাপারে মূল্যায়ন কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের পাটশিল্পের দিকে মনযোগ দিচ্ছে না, এ ধরণের ধারণা সঠিক নয় বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশের পাট বাংলাদেশের একটা বড় শিল্প, ছিল এবং এখনো আছে। এর সাথে লাখ লাখ মানুষের জীবিকাও সংশি-ষ্ট। কাজেই বাংলাদেশের পাটশিল্প ধ্বংস হচ্ছে কিংবা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পাটশিল্প ভাল করছে - এটা হয়তো যথাযথ মূল্যায়ন নয়, কিন্তু আমরাও সচেষ্ট আছি। শিল্পের আধুনিকায়ন কিন্তু একটা দরকারী প্রক্রিয়া এবং সেই

কারণে যদি কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে আমার মনে হয় সেই সিদ্ধান্তগুলোকে সেভাবেই দেখা উচিৎ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এ কারণে অনেকে হয়ত ক্ষতির সম্মুখীন কিংবা লাভবান হয়ে থাকতে পারেন। আজকের বিশ্বায়নের যুগে multi-scheme, multi project নিয়ে আমরাও প্রতিবেশীদের সাথে অর্থনৈতিক প্রতিযোগীতায় ভাল করতে পারি। আমাদের সে বিশ্বাস আছে এবং বাংলাদেশ সরকারও সে লক্ষ্যেই কাজ করছেন।

পড়শী ঃ বাংলাদেশের অনেক পাটশিল্প কিন্তু বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আগে ভাগে আধুনিকায়নের ব্যবস্থা না নিলে আরো বন্ধ হবে। এ ব্যাপারে সরকারের কোন strategy আছে?

হুমায়ূন কবীর ঃ কিছু কিছু উদ্যোগ ত' সরকারের আছেই। আপনি যেটা বললেন আধুনিকায়ন খুবই দরকার। আধুনিকায়ন একটা চলমান ব্যাপার। আরেকটা জিনিস আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অলাভজনক শিল্প দিয়ে দেশের মঙ্গল হয় না। আপনি যে আঙ্গিকে বলছেন সেটা দেখার বিষয়। শিল্পকে লাভজনক পর্যায়ে রাখতে হলে এর আধুনিকায়ন করতে হবে। সে সাথে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপারটাও থাকে। বাংলাদেশ একটা জনবহুল দেশ এবং কর্মসংস্থান সরকারী নীতিমালার একটা প্রধান স্তম্ভ।

পড়শী ঃ আধুনিকায়নের ব্যাপারটা ত' আগে ভাগেই চিন্তা করতে হবে। সমস্যা তৈরী হবার পর করলে ত' শিল্প বন্ধ রোধ করা যাবে না। এ ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা কি? বাংলাদেশ সরকার কি advance planning করছে?

হুমায়ূন কবীর ঃ শিল্প মন্ত্রনালয় নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে যাচ্ছে। আপনাকে সব তথ্য হয়ত এখন দিতে পারব না। আমার বিশ্বাস সরকারের এ ব্যাপারে একটা overall উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে এবং পাটশিল্প এ ব্যাপারে বিশেষ অংশ জুড়ে আছে।

পড়শী ঃ ভারত ও চীন আজকের বিশ্বের দ্রুতবর্দ্ধনশীল অর্থনৈতিক শক্তি। প্রতিবেশী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কি? প্রবাসী বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞরা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

হুমায়ূন কবীর ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এ প্রশ্নটার জন্য। আমি শেষ দিক থেকেই উত্তরটা শুরু করছি। ভারত ও চীনের যে বর্তমান অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমরা দেখছি তাতে ঐ দেশগুলোর প্রবাসীরা ব্যাপকভাবে অংশ নিচ্ছেন। যেমন বর্তমানে চীনে ৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের foreign direct investment (FDI) হচ্ছে তার বড় অংশ কিন্তু চীনা বংশোদ্ভূত প্রবাসীদের কাছ থেকেই আসছে। আপনি ভারতের দিকে যদি তাকান তাদের প্রবাসীরাও তাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে একটা বিরাট ভূমিকা রাখছেন। কেউ কেউ ভারতে ফেরৎ যাচ্ছেন তাদের ভূমিকা রাখার জন্য। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনারা যারা প্রবাসী ভাই-বোনেরা আছেন, যারা knowledge-network-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পাদপিঠে আপনারা বসে আছেন। আপনারা যারা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, যাদের চমৎকার আর্থিক সাচ্ছল্য রয়েছে - তারা ভেবে দেখতে পারেন বাংলাদেশের এখন যে সকল অর্থনৈতিক অগ্রগতি হচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হচ্ছে, আমাদের যে অর্থনৈতিক বিবর্তন হচ্ছে তার সাথে আপনারা কিভাবে সংশি-ষ্ট হতে পারেন। বাংলাদেশ সরকার সেটাকে স্বাগত জানাচ্ছেন এবং এজন্য বাংলাদেশ সরকার প্রবাসী কল্যান মন্ত্রণালয় স্থাপন করেছেন। গত সরকার এ মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন। Board of Investment রয়েছে এবং তাদের One Stop সার্ভিস রয়েছে। এবং আমার ধারণা private sector থেকেও আপনারা বিভিন্ন ধরণের সহেযোগিতার প্রত্যাশা করতে পারেন। আমার ধারণা বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিদেশী বিনিয়োগ এবং technology transfer-এর একটা বড় সুযোগ তৈরী হয়েছে। আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে Intel-এর চেয়ারম্যান ডঃ ক্রাগ ব্যারেট বাংলাদেশ থেকে ঘুরে এসেছেন। এটা স্বীকার করে নেব যে বাংলাদেশী ভাই-বোনেদের সহায়তাতেই কিন্তু এটা হয়েছে। ইন্টেলে কর্মরত ভাই-বোনেরা যখন শুনেছেন ডঃ ক্র্যাগ ব্যারেট বাংলাদেশে যাবেন তারাই তাঁকে বাংলাদেশে যাবার জন্য উৎসাহ জুগিয়েছেন। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলছি আপনারা সরাসরি করতে না পারলেও indirectly এ সকল ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন।

পড়শী ঃ ভারতে এবং বাংলাদেশে এখন বিদেশী বিনিয়োগ কিংবা FDI-এর পরিমান কত?

হুমায়ূন কবীর ঃ আমার ধারণা ভারতে এখন ৫ কিংবা ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাৎসরিক হিসেবে বৈদেশিক বিনিয়োগ হচ্ছে। আমাদের এখানে (বাংলাদেশে) গত বছর আমরা ৮০০ মিলিয়ন থেকে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলালের মত বৈদেশিক বিনিয়োগ পেয়েছি। সেই হিসেবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর।

পড়শী ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা কি কি? সরকার কি আগামী বন্যা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত?

হুমায়ূন কবীর ঃ বলতে পারেন বন্যা আমাদের সঙ্গী এবং এটা নিয়েই আমাদের চলতে হবে। যে কাজটা আমাদের করতে হবে যে এটাকে manage করতে হবে। এবং সেই management-এর জন্যই সরকারের disaster management পরিকল্পনা আছে। বন্যা যখন হয় তখন এ ব্যাপারে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। কিন্তু সরকারের এ ব্যাপারে short-term, medium-term এবং long-term পরিকল্পনা রয়েছে। তবে আপনাকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের ত' competing demands আছে। আমাদের আরো developmental requirements থাকে। এখান থেকেই ঠিক করতে হবে কোন যায়গায় আমরা prioritize করবো। আপনাদের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে এ ব্যাপারে সরকারের পরিকল্পনা আছে।

পড়শী ঃ বাংলাদেশে শিল্প বিপ-বের সম্ভাবনা কতটুকু? এ ব্যাপারে সরকারের ভাবনা চিন্তা কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ ধন্যবাদ। প্রশ্নটা সময়োপযোগী বলেই আমি মনে করি। বাংলাদেশে শিল্প বিপ-বের কতটা সম্ভাবনা - একটু পিছিয়ে গিয়ে আমি প্রশ্নটার জবার দিচ্ছি। বাংলাদেশে কিন্তু শিল্পের উত্থান যথেষ্ট উলে-খযোগ্য পরিমানেই হচ্ছে। আপনি statistics দেখেন। আপনি যদি আমাদের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান দেখেন আমাদের জাতীয় আয়ের ২৯ শতাংশ আসছে শিল্প থেকে। একসময় আমরা বলতাম জাতীয় আয়ের প্রধান অংশ আসত কৃষি থেকে। এখন কিন্তু কৃষি খাতের অবদান ২০ শতাংশের নিচে নেমে আসছে। তার পাশাপাশি বর্তমানে সাভিস সেক্টরের অবদান ৫০ শতাংশ। কাজেই আপনি বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্রের একটা ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি থেকে আমরা কিন্তু শিল্প-নির্ভর এবং সার্ভিস-নির্ভর অর্থনীতির দিকে যাচ্ছি। যেটাকে অর্থনীতিবিদরা একটা ভাল ইঙ্গিত বলেই মনে করেন। এখনো যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা কথা বলি - আমাদের ধারণা আমরা বোধহয় কৃষি-নির্ভর দেশ। বাংলাদেশ কিন্তু এখন শিল্প-নির্ভর আধুনিক দেশ হিসেবে রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু এ কথাটা বাইরের মানুষের জানা দরকার।

পড়শী ঃ যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপারে আপনাদের উদ্দ্যোগ কি কি? যুক্তরাষ্ট্র থেকে চলার হিসেবে বাৎসরিক FDI-এর পরিমান

কত এবং কি কি খাতে?

হুমায়ূন কবীর ঃ একটু আগেই আমি বলছিলাম - যুক্তরাষ্ট্র জ্ঞান, প্রযুক্তি এবং অর্থায়ন, এই তিনটি বিষয়ে পৃথিবীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম দিকে আছে। এখন পর্যন্ত, বাংলাদেশের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের যে সুসম্পর্ক রয়েছে তার ভিত্তিতেই আপনি বলতে পারেন যে যুক্তরাষ্ট্রই আমাদের দেশে প্রথম এবং প্রধান বৈদেশিক বিনিয়োগকারী দেশ। হিসেব করলে FDI হিসেবে সরাসরি অংকটা হয়ত বেশী বড় হবে না কিন্তু আপনি যদি knowledge transfer এবং technology transfer নিয়ে অংক করেন তাহলে দেখবেন বিনিয়োগের পরিমানটা বেশ বড়। এটাকে হয়ত সংখ্যায় আমি রূপান্তর করতে পারব না এ মুহূর্তে; তবে আমি মনে করি technology transfer একটা বিরাট ব্যাপার। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে knowledge linkup আরো বেশী করে দরকার। এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশ দু'পক্ষই এ জাতীয় উদ্দ্যোগ থেকে উপকার পেতে পারে। আমাদের দূতাবাসের one of the priorities হলো - আমরা বাংলাদেশে বিনিয়োগের উৎসাহ দিচ্ছি। সেই context থেকে এই অংশটাতে আমরা বিশেষভাবে মনোযোগি থাকব।

পড়শী ঃ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যাবস্থা আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছতে বাংলাদেশের কি দীর্ঘময়োদী পরিকল্পনা আছে? থেকে থাকলে আমাদেরকে কি ধারণা দেবেন এ ব্যাপারে?

হুমায়ূন কবীর ঃ শিক্ষা ব্যাবস্থা উন্নয়ন সেটাও একটা চলমান প্রক্রিয়া। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করতে হবে এবং সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, University Grants Commission এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবাই মনযোগী। তবে আপনার সাথে আমি একমত যে এ বিষয়টাতে আমাদের আরো মনযোগী হওয়া দরকার। আমরা কিন্তু এখন knowledge-based পৃথিবীতে বাস করছি। আর knowledge-based পৃথিবীতে Knowledge-based পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়নের আর কোন ব্যবস্থা পৃথিবীতে আছে বলে আমার জনা নেই। তবে knowledge-এর quality যদি ভাল না হয় তাহলে সেই knowledge network-এর সাথে আমরা কিন্তু যুক্ত হতে পারব না। আমাদের শিক্ষার ধারা এবং শিক্ষার হারের হিসাবে গত কয়েক বছরে আমরা বেশ কিছু উন্নতি দেখেছি। সেই হারটাকে গুণগত মান দিয়ে এখন সামঞ্জস্যতা নিয়ে আসতে হবে। সেই দিকটা দেখা দরকার এই এই ব্যাপারে যারা সংশি-ষ্ট আমার বিশ্বাস তারা এ ব্যাপারে আরো মনযোগী হবেন।

পড়শী ঃ আপনি যে শিক্ষাহার বৃদ্ধির কথা বললেন - এটা কি উচ্চ শিক্ষার হার নাকি অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার হার?

হুমায়ূন কবীর ঃ Literacy-এর কথা বলছি - ধরুন আমাদের দেশে এখন ৬৫ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষার হারটাও বেড়েছে। উলে-খযোগ্য বিষয় যেটা সেটা একটু অন্য প্রসঙ্গে বলব - মহিলাদের শিক্ষাগ্রহণে অংশগ্রহণের পরিমান অনেক গুণে বেড়েছে এবং এটার সামাজিক ripple effect আছে, সেটা আমাদের মনে রাখা দরকার। মেয়েরা যখন শিক্ষিত হয় তখন এটাকে সমাজের আধুনিকায়নের একটা বড় মাপকাঠি হিসাবে ধরা হয়। সেদিক থেকে আমি বলব বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা আধুনিকায়ন হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে। তবে এর গতিটা হয়ত আরো বাড়ানো যায়।

পড়শী ঃ আপনি যে knowledge-base network-এর কথা বললেন; বছর দশেক আগে বাংলাদেশ submarine cable-এর সাথে সংযুক্তির সুযোগ নেয়নি। এখন কি বাংলাদেশ সংযুক্ত?

হুমায়ূন কবীর ঃ জ্বি, বাংলাদেশ এখন সংযুক্ত। গত দু'বছর যাবৎ বাংলাদেশ submarine cable-এর সাথে সংযুক্ত।

পড়শী ঃ বাংলাদেশে এখন অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এ ব্যাপারে আপনার কোন মন্তব্য কিংবা পর্যালোচনা?

হুমায়ূন কবীর ঃ এ ব্যাপারে University Grants Commission নিজেরাই একটা মূল্যায়ন করেছে। সেখানে তারা কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাল বলেছে, কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো হয়ত উন্নতি করতে হবে। আপনি যে কথাটা বলেছেন - শিক্ষা ব্যাবস্থাটাকে শুধু আমাদের context-এ ভাল বললে হবে না। আজকে আমরা একটি বিশ্বপল-ীতে বাস করছি এবং একটু আগেই বলেছি we have to be connected to the global network। এই global network-এ যেতে হলে কিন্তু আমাদেরকে global standard বজায় রাখতে হবে। এটা খুবই জরুরী। আজকে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য বলুন, আর বাংলাদেশের FDI বলুন, বাংলাদেশে জনশক্তি রফ্তানি বলুন, আর যাই বলুন না কেন তার সাথে কিন্তু skill-এর সম্পৃক্ততা রয়েছে। আজকে আপনি বিদেশে ব্যভসা করতে গেলেও একটা level of skill থাকতে হবে এবং যেগুলো আপনার skill-এ নেই সেগুলোও খেয়াল রাখতে হবে। সেটা করতে হলেও কিন্তু আপনার knowledge এবং awareness ব্যবস্থাপণা খুব গুরুত্বপুর্ণ। এই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য এগুলোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি।

পড়শী ঃ আপনি হয়ত শুনে থাকবেন যে - স্পন্দনবি, ইকো, আগামী এবং এ ধরণের আরো প্রবাসী স্বেচ্ছাসেবী অলাভজনক সংস্থাগুলো অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতে ভূমিকা রাখতে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ দূতাবাস কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

হুমায়ূন কবীর ঃ আমরা আপনাদের সাথে পুরোপুরিভাবে সহায়তা করতে প্রস্তুত। তবে আপনারা যখন কাজটা করেন আমাদেরকে যদি সাথে রাখেন তবে আপনাদের সাথে সহযোগীতা করা সহজ এবং সম্ভব।

পড়শী ঃ নিউ ইয়র্কে বিক্ষোভ-আন্দোলনকারী বাংলাদেশীদের তালিকা তৈরী হচ্ছে বলে সংবাদে প্রকাশ এবং এ ব্যাপারে জড়িত বাংলাদেশী আমেরিকানদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে? আপনার এ ব্যাপারে কি মতামত?

হুমায়ূন কবীর ঃ এ ব্যাপারে আমার কোন তথ্য নেই।

পড়শী ঃ বাংলাদেশে মানবাধিকার লংঘনের পরিমান বেড়ে যাচ্ছে বলে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানিয়েছে। আপনার কি মতামত?

হুমায়ূন কবীর ঃ এটা এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতামত। বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মানবাধিকার উন্নয়নের জন্য সরকার কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু কিছু উদ্দ্যোগ নেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো ব্যাক্তিগত অধিকারগুলো যেন সংরক্ষিত হয়, মানুষের যা দায়িত্ব তা পালনে তারা যেন বিভিন্ন সুযোগ পান। সেই ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট আছেন। কাজেই আমি এটুকু বলতে পারি যে রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় মানবাধিকারকে গুরুত্ব দিয়েই সরকার কাজ করে যাচ্ছে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য। আপনারা জেনে হয়ত খুশী হবেন যে এখন বাংলাদেশ সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় আছে একটি মানবাধিকার কমিশন গঠন করার বিষয়টি। আমরা আশা করছি এটি অতিশীঘ্রই হবে এবং এটি হলে আমরা সমস্যাগুলোর মূল্যায়ন করতে পারব। এটা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়েই তাড়াতাড়ি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

পড়শী ঃ আমরা কি ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে একটি কারচুপিমুক্ত সাধারণ নির্বাচন আশা করতে পারি? ভোটার আইডি-র কদ্দুর?

হুমায়ূন কবীর ঃ আমরা ত' দেখছি, আপনারাও দেখেছেন - ভোটার আইডি-র কাজ এগিয়ে চলছে। নির্বাচন কমিশনার ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন, যে সময় নির্ধারন করা হয়েছে তার আগেই কাজ শেষ করা সম্ভব। তাতে আমরা বুঝে নিতে পারি যে কাজ ভাল ভাবে চলছে। প্রথম অংশের উত্তরে আমি না বলে আমাদের প্রধান উপদেষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি - বাংলাদেশে free, fair, & transparent নির্বাচন হবে। আর ২০০৮ সাল শেষ হবার আগেই সেই নির্বাচন হবে।

পড়শী ঃ আপনি এখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি। আপনার মেয়াদকালীন সময়ে আমরা ওয়াশিংটনস্থ দুতাবাস থেকে নতুন কি আশা করতে পারি?

হুমায়ূন কবীর ঃ একটু আগেই আমি বলছিলাম। আমাদের নিয়মিত কাজের বাইরে আমরা আমাদের কাজগুলো চারটা বিষয়ের মধ্যে organize করার চেষ্টা করছি। প্রথমটা হলো আমাদের ভাবমূর্তির উন্নয়ন এবং এটা একটা প্রধান কাজ। দ্বিতীয় বিষয়টা হলো investment & economic development এবং এ ব্যাপারে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। তৃতীয় বিষয় যেটা আসছে সেটা হলো information management। একটু আগে আপনাদেরকে যেটা বলছিলাম এ ধরনের net work-এ আমাদের কোন অস্তিত্ব নেই। বিশ্ব মিডিয়া বলতে যেটা বুঝায় সেখানে কিন্তু আমাদের positive presence বলতে কিছু নেই। অথবা ভাল কিছু যাই আমাদের আছে তাও অনেক সময় negative হয়ে যাচ্ছে। কাজেই information management-কে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়েছি। চতুর্থ যে জিনিসটা আমরা হাতে নিয়েছি সেটা হলো continuous innauvation। আমরা যে কাজগুলো করি সে কাগুলোকেই প্রতিনিয়ত নতুনভাবে উদ্ভাবন করা দরকার। আরো বেশী করে কেমন করে effective হওয়া যায় সেটা দেখার জন্য। আপনাদের সাথে যে গল্পগুলো এবং আলোচনাগুলো করলাম সেগুলোর সবই এই চারটা template-এর মধ্যে আমরা সাজানোর চেষ্টা করছি।

পড়শী ঃ পড়শী বিশ্ববাঙালির মুখপত্র - আমরা দাবি করছি। আপনার কি মনে হয়?

হুমায়ূন কবীর ঃ এটা ভালো উদ্দ্যোগ। প্রবাসে বসে আপনারা নিজ উদ্দ্যোগে কাজটা করছেন। এটা করে যান - এটা ভাল। যেটা বলছিলাম - ব্যবসার দিক থেকেই হোক অথবা কাজের মননশীলতার জন্যই হোক, এটা ভাল হবে। দ্বিতীয় প্রজন্মকে যদি আমরা এ ব্যাপারে সক্রিয় করতে পারি! আগামী বাংলাদেশ ত' তাদের হাতেই থাকবে। তাদের কাছ থেকে যদি আমরা সহায়তা পাই, তাদেরকে যদি আমরা সক্রিয় করতে পারি তাহলে আপনারা যে প্রক্রিয়াটা শুরু করেছেন তা' আরো বেগবান হবে।

পড়শী ঃ আপনি '৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন। আপনার যুদ্ধকালীন কোন একটা উলে-খযোগ্য ঘটনা যদি আমাদেরকে বলেন এবং তখনকার spirit-এর তুলনায় আমরা এখন কোথায় আছি? সেই spirit-টা ব্যবহার করার সুযোগ কতটা আছে?

হুমায়ূন কবীর ঃ ধন্যবাদ আপনার এ প্রশ্নের জন্য। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের এখন পর্যন্ত জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা এবং আগামী হাজার বছর হয়তবা এই মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে যাবে। আমাকে যদি বলেন মুক্তিযুদ্ধ সময়ের কোন্ জিনিসটা আমার মনে রাখা দরকার তাহলে আমি বলব - এই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ বা বাংলাদেশের সমাজের যে বিবর্তন এসেছে এই মুক্তিযুদ্ধ থেকে এটাই বোধ হয় আজকে আমাদেরকে সামনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি মাঝে মাঝে বলি - আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে শক্তি রয়েছে সেটা সবচেয়ে বড় সম্পদ। এটা না দেখলে বুঝা যাবে না যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে কত বড় শক্তি রক্ষিত আছে, আমরা কতটা বড় কাজ করতে পারি! আপনি যদি দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকান তাহলে দেখবেন আমরাই একমাত্র জাতি যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। কাজেই এটা একটা বড় গর্বের বিষয়। সেই মুক্তিযুদ্ধের ফসল হিসাবেই কিন্তু আজ আমরা বর্তমান বাংলাদেশের সমাজ নির্মাণ করতে পেরেছি। বাইরের মানুষ কতটা জানে তা জানি না। কিন্তু আমরা ভেতরে আছি বলেই আমরা বুঝি না যে আমরা কতটা সৌভাগ্যবান। আর প্রতিবেশী দেশের দিকে তাকান - সেখানে বর্ণ প্রথা আছে, এটা আছে, সেটা আছে যেগুলো মানুষের mobility কে অনেকাংশে আটকে দেয়। বাংলাদেশ কিন্তু অনেক সম্ভাবনার দেশ। একজন বাংলাদেশীর যোগ্যতা থাকলে তার জন্য equal opportunity রয়েছে। সে যে কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে। এটা কিন্তু বাংলাদেশের একটা বড় জিনিস। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে যা মনে করি সেটা হলো - মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যদি আমরা রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে ধরে রাখতে পারতাম তাহলে সবকিছু আরো জোরালো করতে পারতাম; আমরা যে যাত্রার পথিক সে যাত্রাটা বোধহয় আরো বেগবান হতো। আমার বিশ্বাস যে বাংলাদেশের ভবিষ্যত আছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আরো ভালভাবে করতে পারবে। আমরা আমাদের মত চেষ্টা করছি - ভাল মন্দ মিলিয়েই যেটুকু হবার সেটুকু হয়েছে। আজকের বাংলাদেশ নিয়ে আমাদের সবার অহংকার। কিন্তু এই বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে যাতে অহংকার হিসেবে তুলে ধরতে পারি সেজন্য সবার অংশগ্রহণ দরকার, বিশেষ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। এটা আমার ধারণা।

পড়শী ঃ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যাপারে অনেকের concern যে তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে অতটা অবগত নয়। অনেকের ধারণা ওদেরকে রাজনৈতিক কারণে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে দূরে রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

হুমায়ূন কবীর ঃ আপনি যে প্রশ্ন করেছেন এটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। যেটা বল-াম মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই ঘটনা নিয়ে আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় উপাখ্যান কিন্তু তৈরী হয়নি। আমাদের সবচেয়ে বড় উপন্যাসও কিন্তু তৈরী হয়নি। কাজ এখনো বাকি আছে এবং আগামী প্রজন্মকেই হয়ত সে কাজটা সম্পন্ন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্তের কাহিনী হবে। মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ত্বের কাহিনী আজো শেষ হয়নি। আমি মনে করি আমাদের নতুন প্রজন্ম যখন আসবে, আমরা বেরিয়ে যাব, তখন ওরা করবে। সত্যজিৎ রায়কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল '৭২ সালে আপনি বাংলাদেশের উপর কোন ছবি করবেন কি? তিনি বলেছিলেন, এখন করে কি হবে? ৫০ বছর পরে করলে হয়ত ছবিটা objective হবে। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিকার বাংলাদেশের ছবি যদি বেরিয়ে আসে সেটা আসবে নতুন প্রজন্মের কাছ থেকে।

পড়শী ঃ আপনার সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনি ভাল থাকুন।

হুমায়ূন কবীর ঃ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। আপনারাও পড়শীদের নিয়ে ভাল থাকুন।

রাশিদা মজুমদার মুকুল
সাবির মজুমদার
মাহমুদুল হাসান ॥